আমাদের সময়

তারিখ 18 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

রাজধানীর রূপনগরে জাতীয় ছাত্রসমাজের সাবেক সভাপতি খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর রূপনগরে জাতীয় পার্টির ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্রসমাজের সাবেক সভাপতি সৈয়দ মিজানুর রহমান হিমুর (৩৫) গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার সকালে রূপনগরের বকুলতলা বেড়িবাঁধের পাশে ইস্টার্ন হাউজিংয়ের একটি খালি প্লটে হিমুর লাশ পাওয়া যায়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ তার স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

স্বজনদের অভিযোগ, হিমুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এ জন্য তারা হিমুর শ্বশুর আলতাফ হোসেন মন্টুকে দায়ী করছেন। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে এখনো আটক করতে পারেনি পুলিশ।

ঢামেক ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রভাষক ডা. প্রদীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

রাজধানীর রূপনগরে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) হিমুকে শ্বাসরোধে হত্যার পর তার মাথায় গুলি করা হয়। গতকাল ময়নাতদন্ত শেষে তিনি আরও বলেন, 'হিমুর মাথা থেকে একটি বুলেট উদ্ধার করা হয়েছে। শ্বাসরোধে হত্যার পর তাকে গুলি করা হয়।'

রূপনগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মতলুবুর রহমান আমাদের সময়কে বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে রোববার সকালে বকুলতলা বেড়িবাঁধের পাশে ইস্টার্ন হাউজিংয়ের একটি খালি প্লট থেকে হিমুর লাশ পাওয়া যায়। এ সময় তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন, গলায় দাগ ও পাশে কিছু জিআই তার পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, শনিবার রাতের কোনো এক সময়ে তাকে অন্য কোথাও হত্যার পর দুর্বৃত্তরা লাশটি রূপনগরে ফেলে গেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অনুসন্ধান চলছে।

হিমুর ভাই হাবিবুর রহমান জানান, তাদের বাবার নাম আতাউর রহমান। গ্রামের বাড়ি মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানের উত্তর রাঙামারিয়া এলাকায়। রাজধানীর ওয়ারী লালমিল স্ট্রিটের ২৬/৪ নম্বর বাসায় ভাড়া থাকতেন হিমু। ২০১২-১৩ সাল পর্যন্ত জাতীয় পার্টির অঙ্গসংগঠন জাতীয় ছাত্রসমাজের আহ্বায়ক ছিলেন তার ভাই। পরে তিনি আর রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না।

হাবিবুর রহমানের অভিযোগ, বিয়ের আগে মলি নামের এক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল হিমুর। কিন্তু মলির বাবা আলতাফ হোসেন মন্টু তাদের সম্পর্ক মেনে নেননি। পরে অন্য একটি ছেলের সঙ্গে মলির বিয়ে দিয়ে দেন তিনি। এরপর মলি আমেরিকায় চলে যায়। এরপরও মলির সঙ্গে হিমুর যোগাযোগ ছিল। ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে আলতাফ হোসেন হিমুর বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন মামলা দায়ের করেন। মামলায় তাকে এক মাস জেলও খাটতে হয়। কিন্তু মলি আমেরিকায় থাকায় পরে আদালত তাকে মামলা থেকে খালাস দেন। হিমু জেল থেকে বের হয়ে ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে নিজের জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় আলতাফ হোসেনের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

তিনি আরও বলেন, হিমু ১০ বছর আগে লাবণ্য নামে এক মেয়েকে বিয়ে করেন। তাদের সংসারে মাহী নামে নয় বছর বয়সী একটি সন্তান রয়েছে। ছয় মাস আগে লাবণ্য হিমুকে তালাক দিয়ে ছেলেকে নিয়ে লক্ষ্মীবাজার এলাকায় বসবাস শুরু করেন। এদিকে চার মাস আগে মলি আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে আশার পর মলি ও হিমু বিয়ে করে এক মাস থেকে আবারও আমেরিকায় চলে যায় মলি। কিন্তু মলি আর হিমুর নতুন সম্পর্কও মলির বাবা আলতাফ হোসেন মেনে নিতে পারেননি। এ কারণে হিমুকে তিনি পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছেন বলে ধারণা হাবিবুর রহমানের।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, হিমু ২০১৩ সালের শেষ পর্যন্ত জাতীয় ছাত্রসমাজের আহ্বায়কের দায়িত্বে ছিলেন। ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর ছাত্রসমাজের কাউন্সিল হলে তিনি সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ভোটের মাধ্যমে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত করার কথা থাকলেও দলের মতের ভিত্তিতে সভাপতি সিলেকশন করা হয়। এরপর অভিমান করে তিনি দীর্ঘদিন ধরে দলের বাইরে ছিলেন। ৫ জানুয়ারি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলে মতবিরোধ দেখা দিলে হিমু পার্টি চেয়ারম্যান এইচএম এরশাদের পক্ষ নিয়ে নির্বাচনবিরোধী অবস্থানে গিয়েছিলেন বলেও জানা গেছে।